ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 091 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৯১ ● কলকাতা ● ২০ চৈত্র, ১৪৩২ ● শনিবার ● ০৪ এপ্রিল ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

ভোট মিটলেও শান্ত হবে না বাংলা! নজিরবিহীন নিরাপত্তায় মোতায়েন থাকছে ৫০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পরেও রাজ্য জুড়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রাখার নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। সাধারণত ভোট প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর বাহিনী প্রত্যাহার করা হলেও, এবার বাংলার ক্ষেত্রে সেই চেনা ছক ভাঙছে কমিশন। নির্বাচন পরবর্তী আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং সম্ভাব্য হিংসা রুখতে এই কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে কমিশন সূত্রে খবর।আগামী ২৩ ও ২৯ এপ্রিল দুই দফায় নির্বাচন এবং ৪ মে ফল ঘোষণার পরেও মাঠ ছাড়বে না বাহিনী। নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন অনুযায়ী, গণনা পরবর্তী দিনগুলোতে এলাকা দখল বা কোনো প্রকার গোষ্ঠী সংঘর্ষ রুখতে এই জওয়ানরা ২৪ ঘণ্টা মোতায়েন থাকবেন। বাংলার বিশেষ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতেই এই বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।নির্বাচন কমিশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী, গণনার পরেও রাজ্যে প্রায় ৫০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী (সিএপিএফ) থেকে যাবে। এর মধ্যে ২০০

এরপর ৪ পাতায়

পর্ব 250

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

গুরুর শরীর হল চৈতন্যের নিমিত্ত মাত্র। যেখানে আপনি নত হন, বাস তার (চৈতন্যের) রাস্তা তৈরী হয়ে যায়। তখন আপনি চান, না চান, আপনার উপর চৈতন্যরূপী বর্ষা কেবল বর্ষাতেই থাকবে। গুরুর আত্মার সামনে না ঝুঁকলে, গুরু স্বয়ং শরীর থেকে কিছু দিতে পারেন না। গুরু স্বয়ং কিছু দিতে পারেন না, গুরু থেকে নিতে হয় নত হয়ে।

ক্রমশঃ

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE • 24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

শাহের রোড শোয়ে অশান্তি, কলকাতার পুলিশ কমিশনারের রোষে দুই বাঙালি অফিসার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মনোনয়ন জমা উপলক্ষে গতকাল বৃহস্পতিবারেই (২ এপ্রিল) ভবানীপুরে এক রোড শো করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ওই রোড শোয়ের সময়েই কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। ধুন্ধুমার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। ওই অশান্তির ঘটনায় এবার কলকাতা পুলিশের দুই বাঙালি অফিসারকে (পদমর্যাদায় ডেপুটি কমিশনার) শোকজ করলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দা।গত বৃহস্পতিবার শুভেন্দু অধিকারীর রোড শো মিছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। রীতিমতো তৃণমূল-বিজেপির কর্মীদের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। এই ঘটনায় জেলা আধিকারিকের (ডিইও) কাছে রিপোর্ট তলব করেছিল নির্বাচন কমিশন। এমনকি 'প্রভু' অমিত শাহের কর্মসূচিতে বিঘ্ন ঘটায় কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য 'প্রিয়পাত্র' কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। 'প্রভুদের' নির্দেশ পেয়েই অতিসক্রিয় হয়ে উঠেছেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর 'গুডবুকে' থাকার জন্যই পুলিশ কমিশনার দুই বাঙালি অফিসারকে 'বলির পাঁঠা' করেছেন বলে মনে করছেন কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন আধিকারিকরা।

বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের রোড শোয়ে অসান্তির ঘটনায় ইতিমধ্যে এফআইআর দায়ের করেছে কলকাতা পুলিশ। আর তার পরে কলকাতা পুলিশের ডিসি ২ (দক্ষিণ) সিদ্ধার্থ দত্ত এবং ডিসি ২ (রিজার্ভ ফোর্স) মানস রায়কে শোকজ করা হয়েছে। দুজনেই বৃহস্পতিবার নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন। কীভাবে ওই পরিস্থিতি তৈরি হল, কেনইবা জমায়েত করার সুযোগ করে দেওয়া হল, এমনই প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে ওই দুই আধিকারিককে। উল্লেখ্য, রাজ্যে বিধানসভা ভোটের নির্ঘন্ট ঘোষণার পরেই কলকাতার পুলিশ কমিশনারের পদ থেকে বাঙালি অফিসার সুপ্রিরতিম সরকারকে সরিয়ে অবাঙালি অজয় নন্দাকে বসিয়েছিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। বরাবরই বঙ্গ বিজেপি নেতাদের 'প্রিয়পাত্র' হিসাবে পরিচিত অজয় নন্দা। মূলত দায়িত্ব নিয়েই তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নেমে পড়েছেন।

নিয়োগ-দুর্নীতি তদন্তে ইডি তলব করল মন্ত্রী সুজিত বসুকে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৪ সালে জানুয়ারি এবং ২০২৫ সালের অক্টোবরে মন্ত্রী সুজিতের দফতর এবং বাড়িতে হয়েছিল ইডি-অভিযান।প্রসঙ্গত, স্কুলে নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্ত করতে গিয়ে ব্যবসায়ী অয়ন শীলকে প্রথম গ্রেফতার করেছিল সিবিআই। পরে তাঁর সল্টলেকের অফিসে তল্লাশি চালাতে গিয়ে উদ্ধার করা হয় বেশ কিছু উত্তরপত্র বা ওএমআর শিট। সেখান থেকেই পুরসভার নিয়োগেও দুর্নীতির হদিস পান তদন্তকারীরা। অয়নের সংস্থা পুর নিয়োগের ক্ষেত্রে ওএমআরের দায়িত্বে ছিল। তদন্তে নেমে একে একে আরও অনেককে গ্রেফতার করেন তদন্তকারীরা। পরে এই মামলায় অবৈধ ভাবে আর্থিক লেনদেনের বিষয়টি খতিয়ে দেখে তদন্তে নামে ইডিও। গত বছর এই মামলায় প্রথম চার্জশিট দেয় সিবিআই। নিয়োগ দুর্নীতিতে কী ভাবে টাকা লেনদেন হত, সেই চার্জশিটে তার হদিস দিয়েছিল তারা। পাশাপাশি, কী ভাবে চাকরি

এরপর ৩ পাতায়

বাগডোগরা থানাতেই রাখা হয়েছে ধৃত মোফাক্কেরুল ইসলামকে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শুক্রবার দক্ষিণ দিনাজপুরের হরিরামপুরের প্রচারসভায় ফের মালদহের ঘটনার উল্লেখ করলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানালেন, মালদহে যে ঘটনা ঘটিয়েছিল, তাঁকে গ্রেফতার করেছে এই রাজ্যের সিআইডি। পাশাপাশি, গোটা ঘটনার পিছনে বিজেপি এবং কংগ্রেসের উস্কানি রয়েছে বলেও তোপ দাগেন মমতা।ইটাহারের পোরসা হাটখোলার বাসিন্দা চল্লিশোর্ধ্ব মোফাক্কেরুল এক সময়ে রায়গঞ্জ জেলা আদালতের আইনজীবী ছিলেন। পরে কলকাতা হাইকোর্টেও মামলা করতেন। হাইকোর্টের কাছেই তাঁর চেম্বার। স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে কলকাতায় থাকেন। ২০২১ সালে বিধানসভা ভোটের আগে তিনি আসাদউদ্দিন ওয়েইসির দল এমআইএম (মিম)-এ যোগ দেন। প্রার্থীও হন। গত বিধানসভা নির্বাচনে ইটাহারের এমআইএম প্রার্থী হিসাবে মাত্র ৮৩১টি ভোট পেয়েছিলেন মোফাক্কেরুল। এসআইআর প্রক্রিয়ায় নাম বাদ যাওয়াকে কেন্দ্র করে গত বুধবার অশান্তি ছড়ায় মালদহের মোথাবাড়ি,

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

নিয়োগ-দুর্নীতি তদন্তে ইডি তলব করল মন্ত্রী সুজিত বসুকে

পাওয়া যেত, তা-ও উল্লেখ করা হয়েছিল। সিবিআই চার্জশিটে দাবি করেছিল, অয়নের দুই এজেন্টের মাধ্যমে বেশ কয়েক জন চাকরি পেয়েছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকের কাছ থেকে গড়ে ৫০ হাজার টাকা করে কমিশন নিয়েছিলেন অয়নের এজেন্টরা। অয়নের মাধ্যমে কলকাতা-সহ ১৬টি পুরসভায় নিয়মবহির্ভূত ভাবে অনেকে চাকরি পেয়েছেন বলে জানানো হয়। চার্জশিটে শমীক চৌধুরী নামে এক এজেন্টের কথা জানায় সিবিআই। বিধানসভা ভোটের আগে পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে ফের সক্রিয় হল কেন্দ্রীয় সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। শুক্রবার এই মামলার তদন্তে রাজ্যের দুই মন্ত্রী সুজিত বসু এবং রথীন ঘোষকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছে। চলতি সপ্তাহেই তিন বার (শুক্রবার-সহ) তৃণমূল বিধায়ক দেবাশিস কুমারকে জমি দখলের মামলায় তলব করে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ইডি।

ঘটনাচক্রে, তিন জনেই এ বার বিধানসভা ভোটে আবার তাঁদের পুরনো কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন। সুজিত বিধাননগরে, রথীন মধ্যমগ্রামে এবং দেবাশিস রাসবিহারীতে। ফলে তৃণমূলের তরফে বিজেপির বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ তোলা হয়েছে। তৃণমূলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী বলেন, ''ভোটের আগে আবার নতুন শরিক মাঠে নামিয়েছে বিজেপি। তবে এ শরিক রাজনৈতিক শরিক নয়। নির্বাচন কমিশন, এনআইএ-র পরে এ বার শরিক হিসাবে ইডি মাঠে নেমেছে। দিল্লির ভোটের আগে এই শরিকই আবগারি মামলা নিয়ে সক্রিয় হয়েছিল। কিন্তু ভোটের পরে আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরীওয়াল আদালতে নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছিলেন।'' এর পরেই বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে অরূপ বলেন, ''এটা বাংলার মাটি। কোনও কেন্দ্রীয় সংস্থাকে ব্যবহার করে বিজেপি বাংলা দখল করতে পারবে না।'' ইডি সূত্রের খবর, সুজিতকে সোমবার (৬ এপ্রিল) এবং রথীনকে বুধবার (৯ এপ্রিল) জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সিজিও কমপ্লেক্সের দফতরে ডেকে পাঠানো হয়েছে। সে দিন দুই প্রার্থীরই বিভিন্ন পূর্বঘোষিত রাজনৈতিক কর্মসূচি রয়েছে বলে তৃণমূল সূত্রের খবর। ২০২৩ সালের অক্টোবরে পুরসভার নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় মন্ত্রী রথীনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল ইডি। সে সময় তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়েছিল। ২০২৪ সালে জানুয়ারি এবং ২০২৫ সালের অক্টোবরে মন্ত্রী সুজিতের দফতর এবং বাড়িতে হয়েছিল ইডি-অভিযান। তাঁর ঘনিষ্ঠ কয়েক জনের ঠিকানাতেও তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি।

(২ পাতার পর)

বাগডোগরা থানাতেই রাখা হয়েছে ধৃত মোফাক্কেরুল ইসলামকে

সুজাপুর এলাকায়। গভীর রাত পর্যন্ত সেখানে এসআইআরের কাজে নিযুক্ত বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের আটকে রাখা হয়। বিক্ষোভ অবস্থানে অবরুদ্ধ হয়ে যায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক। বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় উত্তরবঙ্গ-দক্ষিণবঙ্গ সড়ক যোগাযোগ। এই ঘটনায় গত বৃহস্পতিবার কড়া প্রতিক্রিয়া জানান সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। ঘটনার সিবিআই অথবা এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয় কমিশনকে। কমিশন সেই নির্দেশ কার্যকরও করতে শুরু করে।

কিন্তু, তার পরে শুক্রবার সকালে বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করা হয় মোফাক্কেরুল ইসলামকে। মমতা বলেন, ''মালদহের ঘটনা যে ঘটিয়েছে, তাকে কে গ্রেফতার করেছে জানেন তো? এই রাজ্যের সিআইডি। মহারাষ্ট্র থেকে আসছিল। এনআইএ আসার আগেই বাগডোগরা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিজেপি এজেন্সি পাঠিয়ে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর চাইছে। বলছে টাকা দেব। ভুলেও অ্যাকাউন্ট নম্বর দেবেন না।''

জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে এই AIMIM নেতাকে দেখা গিয়েছিল মালদহের কালিয়াচকের ২ ব্লকের অফিসের বাইরে জোটবদ্ধ জনতার সামনে ভাষণ দিতে। একটি গাড়ির বনেটে উঠে তিনি যে ভাষণ দিচ্ছিলেন। যেটি উস্কানিমূলক ছিল বলেই মত অধিকাংশের। এই উস্কানির জেরেই বিক্ষুব্ধ মানুষ ৭ বিচার বিভাগীয় আধিকারিককে ঘেরাও করেছিলেন বলে অভিযোগ।

বাগডোগরা থানাতেই রাখা হয়েছে ধৃত মোফাক্কেরুল ইসলামকে। গ্রেফতারের পর তিনি বাগডোগরা বিমানবন্দর পুলিশ ফাঁড়ি থেকে ফেসবুক লাইভ করেন। বর্তমানে সেই ফেসবুক লাইভ ডিলিট করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ধৃতকে জেরা করতে আসছেন শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার বলে খবর।

নবান্ন প্যানেল পাঠালেও বদল হয়নি ভবানীপুরের রিটার্নিং অফিসার

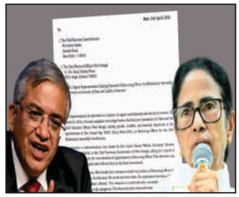

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

তৃণমূলের তরফে এক প্রতিনিধিদল নির্বাচন কমিশনে যায়। সেখানেই তারা ভবানীপুর বিধানসভার রিটার্নিং অফিসার (আরও) সুরজিৎ রায়কে দায়িত্ব থেকে সরানোর দাবি জানান। 'আরও'র বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয়েছে, তিনি রাজ্যের এক বিজেপি নেতার 'ঘনিষ্ঠ'। স্মারকলিপির শেষাংশে নির্বাচন কমিশনের কাছে দ্রুত পদক্ষেপ করার আবেদন জানিয়ে বলা হয়েছে, বিলম্ব হলে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ণ হবে। স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ভবানীপুরের ভোটারদের সাংবিধানিক অধিকার বলেও উল্লেখ করেছে তৃণমূল। বিধানসভা নির্বাচনে ভবানীপুরে নজরকাড়া লড়াই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মধ্যে। সেই লড়াইয়ের উত্তাপ ইতিমধ্যেই অনুভব করতে শুরু করেছেন রাজ্যবাসী। এ বার সেই ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার (আরও) হিসাবে নিযুক্ত আধিকারিককে অপসারণের দাবিতে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হল তৃণমূল। শুক্রবার তৃণমূলের তরফে এক প্রতিনিধিদল নির্বাচন কমিশনে যায়। সেখানেই তারা ভবানীপুর বিধানসভার 'আরও' সুরজিৎ রায়কে দায়িত্ব থেকে সরানোর দাবি তোলেন। রাজ্যের

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

তৃণমূলের নেতাদের জন্য কেন এত পুলিশ!

ভোট ঘোষণার আগে তৃণমূলের ৮৩২ জন নেতা-কর্মী এবং আরও ১৪৪ জন (যাঁদের মধ্যে তৃণমূল সমর্থকেরাও রয়েছেন) ব্যক্তির নিরাপত্তার জন্য ২,১৮৫ জন পুলিশ কর্মীকে মোতায়েন করা হয়েছে। দিন কয়েক আগে উত্তপ্ত হয় মালদহ। পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বহু মানুষ। তাঁদের অভিযোগ, অনেকের কাছে বৈধ নথিপত্র থাকার পরেও ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ে গিয়েছে। এই নিয়ে রাজ্য পুলিশের ডিজি-কে ধমক দেয় কমিশন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ক্ষোভের মুখে পড়েন সিদ্ধনাথ এবং মালদহ পুলিশের সুপার অনুপম সিংহ। তাঁর প্রশ্ন, শুরুতেই কেন পদক্ষেপ করা হয়নি? সিইও অফিসের সামনে দু'দিন ধরে কেন গন্ডগোল চলছে? সেখানে এত লোক জমা হলেন কী ভাবে, সেই প্রশ্নও তুলেছেন জ্ঞানেশ। মালদহের ঘটনায় এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। এ বার ফের কমিশনের প্রশ্নের মুখে পড়লেন রাজ্য পুলিশের ডিজি।নির্বাচন ঘোষণার আগে থেকে ৮৩২ জন তৃণমূল নেতা-কর্মীর নিরাপত্তায় বিশাল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এত জনকে নিরাপত্তা দেওয়া প্রয়োজন কেন? কারা, কেন নিরাপত্তা পাচ্ছেন? অপ্রয়োজনীয় নিরাপত্তা কি তুলে নেওয়া যাবে? এই প্রশ্ন তুলে রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধনাথ গুপ্তকে দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে পদক্ষেপ করতে বলল নির্বাচন কমিশন।

কমিশন সূত্রে খবর, ভোট ঘোষণার আগে থেকে তৃণমূলের ৮৩২ জন নেতা-কর্মী এবং আরও ১৪৪ জন (যাঁদের মধ্যে তৃণমূল সমর্থকেরাও রয়েছেন) ব্যক্তির নিরাপত্তার জন্য ২,১৮৫ জন পুলিশ কর্মীকে মোতায়েন করা হয়েছে। কেন শুধু শাসকদলের নেতাদের এত নিরাপত্তার প্রয়োজন হল? সেই বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছে কমিশন। তারা রাজ্য পুলিশের ডিজি-কে জানিয়েছে, ওই বিষয়ে দু'-তিন দিনের মধ্যে কঠোর পদক্ষেপ করতে হবে। কমিশন জানিয়েছে, পুরো বিষয়টি পেশাদার এবং নিরপেক্ষ ভাবে পর্যালোচনা করতে হবে ডিজি-কে।

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(ছাব্বিশতম পর্ব)

এখন আর মানুষ বাঘের দেখে ততটা ভয় করেনা, বাঘ হত্যা করে চোরাচালানকারীরা বিদেশে বিক্রি করে দিচ্ছে সুন্দরবন থেকে। বাঘের চামড়া ও বাঘের দাঁত প্রচুর টাকা পরিমাণে বিক্রি হয় এবং আজও তেমনি ভাবে এসব কাজ চলছে বহু গোপনে।এই লেখার মধ্যে বাঘের এ কথাটি উল্লেখ করার মনে, দক্ষিণরায় মানে বাঘ ,সুন্দরবনের রাজা ছিল । আজও কিন্তু সেই রাজা,কিন্তু সে দক্ষিণরায় নামে পরিচিত ছিলো। তাহলে কিভাবে মানুষ রূপে ছিল এই দক্ষিণরায় এ প্রশ্ন উত্তর বহু ভাবে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(১ম পাতার পর)

ভোট মিটলেও শান্ত হবে না বাংলা! নজিরবিহীন নিরাপত্তায় মোতায়েন থাকছে ৫০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী

কোম্পানি জওয়ান সরাসরি ইভিএম মেশিনের সুরক্ষা, স্ট্রং রুম এবং গণনাকেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্বে থাকবেন। বাকি ৩০০ কোম্পানি বাহিনীকে স্পর্শকাতর এলাকাগুলোতে টহলদারি এবং রুট মার্চের কাজে ব্যবহার করা হবে, যাতে কোনোভাবেই সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি না হয়।

সূত্রের খবর, বিগত নির্বাচনগুলোতে ভোট পরবর্তী অশান্তি এবং হতাহতের ঘটনার অভিজ্ঞতার কথা মাথায় রেখেই কমিশন এবার আগেভাগেই সতর্ক হতে চাইছে। বিশেষ করে স্ট্রং রুমের নিরাপত্তা এবং ফল প্রকাশের পর প্রতিহিংসার রাজনীতি বন্ধ করা এখন কমিশনের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। কোনো রকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে জেলা প্রশাসন ও রাজ্য পুলিশকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন সমন্বয় রেখে কাজ করার স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এই বিশাল সংখ্যক বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্তকে রাজনৈতিক মহলে নজিরবিহীন হিসেবে দেখা হচ্ছে। উল্লেখ্য, চলতি বিধানসভা নির্বাচনে বাংলায় মোট আড়াই হাজার কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে ভোট মিটে যাওয়ার পরও ৭০০ কোম্পানি জওয়ানকে সাময়িকভাবে রেখে দেওয়ার প্রাথমিক পরিকল্পনা ছিল, যা বর্তমানে ৫০০ কোম্পানিতে স্থির করা হয়েছে।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

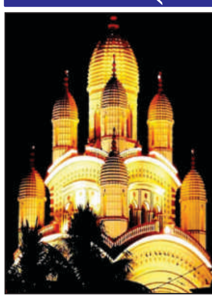

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তা ছাড়া, অনেকগুলি পুরুষ-মূর্তি দেখলে মনে হয় যেন হাত-জোড় করে উপাসনা করছে। অতএব এগুলিকে কোনও উপাস্য দেবতার মূর্তি মনে করবার কারণ নেই। তার বদলে বরং এগুলি উপাসকের প্রতিকৃতি হওয়াই সম্ভব। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ মিলেনিয়াম পার্ক, জানাল কলকাতা পুলিশ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর এখন স্ট্র্যান্ড রোডে অবস্থিত। কোনওরকম অশান্তি যাতে না হয় তাই ১৬৩ ধারা জারি হয়েছে। এবার অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল মিলেনিয়াম পার্ক। বন্ধ রাখা হচ্ছে ব্যস্ততম শিপিং জেটিও। তার ফলে হাওড়া ও কলকাতায় যাতায়াতের ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে।এই ঘটনার পর থেকেই সতর্ক কমিশন। ইতিমধ্যে স্ট্র্যান্ড রোড সংলগ্ন এলাকায় ১৬৩ ধারা জারি করা হয়েছে। এবার মিলেনিয়াম পার্কও বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বন্ধ থাকবে শিপিং জেটিও। কলকাতা পুলিশের তরফে নিষেধাজ্ঞার কথা জানানো হয়েছে। কবে ফের মিলেনিয়াম পার্ক খুলবে, কবেই বা শিপিং জেটিতে জলযান পরিবহণ স্বাভাবিক হবে, তা

এখনও স্পষ্ট নয়। জলপথে হাওড়া ও কলকাতাকে সংযুক্ত করে শিপিং জেটি। প্রতিদিন কমপক্ষে কয়েক হাজার যাত্রী যাতায়াত করেন। তাই স্বাভাবিকভাবে শিপিং জেটি বন্ধ থাকায় বিপাকে যাতায়াতকারীরা।অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল মিলেনিয়াম পার্ক। বন্ধ রাখা হচ্ছে ব্যস্ততম শিপিং জেটিও। তার ফলে হাওড়া ও কলকাতায় যাতায়াতের ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে।

গত ৩০ মার্চ, পুরুলিয়া সফর সেরে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সিইও দপ্তরে যান। তিনি দাবি করেন, ফর্ম ৬-এর মাধ্যমে রাজ্যের ভোটার তালিকায় বহিরাগতদের ঢোকানো হচ্ছে। তিনি দলীয় কর্মীদের নজরদারিরও নির্দেশ দেন। এরপর গত ৩১ মার্চ সিইও দপ্তরে যান শুভেন্দু অধিকারী। অভিযোগ, সেই সময় পূর্ব মেদিনীপুরের এক বিজেপি নেতা ৪০০টি ফর্ম ৬ নিয়ে সিইও দপ্তরে ঢোকেন। তা নাকি ধরে ফেলেন শাসক দলের নেতা-কর্মীরা। তা নিয়ে সিইও দপ্তরের সামনে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। বাইক ভাঙচুরও হয়। শাসক-বিরোধী দুই দলের প্রতিনিধিরা একে অপরকে স্লোগান দিতে থাকে। হেয়ার স্ট্রিট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু হয়। সেই তালিকায় রয়েছেন কলকাতা পুরসভার ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের শান্তিরঞ্জন কুণ্ডু, ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের শচীন সিং, মহম্মদ ওয়াসিম, মইদুল, চন্দ্রকান্ত সিং এবং মহম্মদ রিজওয়ানের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মীদের কাজে বাধা এবং বেআইনি জমায়েতের অভিযোগ এফআইআর দায়ের হয়।

পশ্চিম এশিয়ায় উদ্ভুত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলির বিষয়ে সর্বশেষ তথ্য

নয়াদিল্লি: ৩ এপ্রিল ২০২৬

পশ্চিম এশিয়ায় বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে সুসংহত পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্য দিয়ে নানা ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে। জ্বালানি সরবরাহ, সমুদ্রপথে নৌ-চলাচল এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপের ফলে সর্বশেষ পরিস্থিতি এখানে তুলে ধরা হল।

জ্বালানি সরবরাহ এবং তার সহজপ্রাপ্যতার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক দেশজুড়ে রান্নার গ্যাস সহ অন্যান্য পেট্রোপণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করতে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকার নাগরিকদের আতঙ্কিত হয়ে অতিরিক্ত পেট্রোল, ডিজেল এবং রান্নার গ্যাস না কেনার পরামর্শ দিয়েছে। ভুয়ো সংবাদে বিভ্রান্ত না হয়ে শুধুমাত্র সরকারি সূত্রের থেকে পাওয়া খবরের ওপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের আবেদন জানানো হয়েছে। নাগরিকদের রান্নার গ্যাস বুকিং-এর ক্ষেত্রে অনলাইন পদ্ধতি ব্যবহারের অনুরোধ জানানো হয়েছে। পাইপবাহিত প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারের জন্য সকলকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

যুদ্ধের এই পরিস্থিতির মধ্যেও হাসপাতাল এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতে প্রয়োজনীয় জ্বালানি সরবরাহ করা যায়, তার জন্য সরকার নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। রান্নার গ্যাসের ওপর চাপ কমাতে কেরোসিন তেল এবং কয়লা ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যগুলিকে গৃহস্থালির কাজে এবং বাণিজ্যিক কারণে পাইপবাহিত প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারে উৎসাহ দিতে বলা হয়েছে।

জ্বালানি সরবরাহ সংক্রান্ত পরিস্থিতির বিষয়ে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের সচিবের পৌরোহিত্যে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব এবং খাদ্য ও গণবন্টন ব্যবস্থাপনার প্রধান সচিবরা উপস্থিত ছিলেন। রাজ্যগুলিকে ভুয়ো তথ্য এবং মজুতদারদের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় চাহিদা বিবেচনা করে ৫ কেজির রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার পরিযায়ী শ্রমিক সহ নির্দিষ্ট কিছু গোষ্ঠীর নাগরিকদের মধ্যে বিতরণের উদ্যোগ নিতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে রান্নার গ্যাস রয়েছে এবং এর সরবরাহে কোনো বিঘ্ন ঘটছে না। কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে জনসাধারণের কাছে এ সংক্রান্ত সঠিক বার্তা পৌঁছে দিতে সামাজিক ও বৈদ্যুতিন মাধ্যম ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে। বর্তমানে ২১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এ সংক্রান্ত সংবাদ বিজ্ঞপ্তি নিয়মিত প্রকাশ করছে।

দেশজুড়ে কালোবাজারি রুখতে ৪ হাজারের বেশি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। গতকাল পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে ১,৩০০ গ্যাস সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অনলাইনে রান্নার গ্যাসের বুকিং গতকাল পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৪ শতাংশে পৌঁছেছে। গতকাল ৫ কেজি ওজনের রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার ৬৭ হাজারের বেশি বিক্রি হয়েছে। এর ফলে, ২৩ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত এ ধরনের সিলিন্ডার প্রায় ৫ লক্ষ বিক্রি হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জন্য বাণিজ্যিক বা অন্যান্য কারণে যে রান্নার গ্যাস সরবরাহ করা হয়েছে তার মোট

এরপর ৬ পাতায়

(৫ পাতার পর)

পশ্চিম এশিয়ায় উদ্ভুত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলির বিষয়ে সর্বশেষ তথ্য

পরিমাণ ৬৬,৬৯৩ মেট্রিক টন।

কেন্দ্রীয় সরকার সিটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশনকে পাইপবাহিত রান্নার গ্যাসের সংযোগ রেস্তোরাঁ, হোটেল এবং ক্যান্টিনগুলিতে আরও বেশি করে সরবরাহের পরামর্শ দিয়েছে। ১০টি রাজ্য বাণিজ্যিক কারণে ব্যবহৃত রান্নার গ্যাস আরও বেশি পরিমাণে পাচ্ছে। এই গ্যাস পাইপলাইনের মধ্য দিয়ে সরবরাহ করা হচ্ছে। আরও একটি রাজ্যের এ সংক্রান্ত আবেদন বিবেচনাধীন রয়েছে। গত এক সপ্তাহে ৭৫ হাজার সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। মার্চ মাস থেকে এ ধরনের সংযোগ স্থাপন করার সংখ্যা ৩ লক্ষ ৪২ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। এর মধ্যে ৩ লক্ষ ৭০ হাজার গ্রাহকও নতুন করে সংযোগ স্থাপনের আবেদন জানিয়েছেন।

দেশে অশোধিত তেল পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে। পেট্রোল এবং ডিজেলের মজুতও যথেষ্ট আছে। রান্নার গ্যাসের চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন শোধনাগারে রান্নার গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়েছে। দেশের প্রতিটি খুচরো ব্যবসা কেন্দ্রে যাতে যথেষ্ট জ্বালানি থাকে, সেই বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। দেশীয় বাজারে বিমানে ব্যবহৃত জ্বালানির সরবরাহ বজায় রাখার জন্য রপ্তানি বাবদ লেভি বসানো হয়েছে। ডিজেলের ক্ষেত্রে লিটারপিছু ২১.৫০ টাকা এবং বিমানের জ্বালানির ক্ষেত্রে লিটারপিছু ২৯.৫০ টাকা রপ্তানি লেভি বসেছে। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে নির্ধারিত সরবরাহের পাশাপাশি অতিরিক্ত ৪৮ হাজার কিলোলিটার কেরোসিন তেল সরবরাহ করা হচ্ছে।

বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ মন্ত্রক পশ্চিম এশিয়ায় চলাচলকারী ভারতীয় জলযান ও নাবিকদের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে। মন্ত্রক পরিস্থিতির দিকে প্রতি মুহূর্তে নজরদারি চালাচ্ছে। পাশাপাশি, সমুদ্রপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের যাতে ব্যাঘাত না ঘটে, সেই বিষয়টিও নিশ্চিত করা হচ্ছে। জাহাজ চলাচল সংক্রান্ত কন্ট্রোল রুমে মহানির্দেশকের দপ্তর সব সময়েই সতর্ক রয়েছে। তারা ৪,৯৮৪টি ফোন-কল এবং ১০,২৯৬টি ই-মেল-এর জবাব দিয়েছে। এর মধ্যে গত ২৪ ঘন্টায় ৯৯টি ফোন-কল এবং ৩৬২টি মেলের জবাব দেওয়া হয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় এই অঞ্চল থেকে ১,১৩০ জন নাবিক নিরাপদে ফিরে এসেছেন। এর মধ্যে ১৫৫ জন আকাশপথে দেশে ফিরেছেন। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, গোয়া, কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও পুদুচেরির সমুদ্রযাত্রা সংক্রান্ত পর্ষদকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলির বন্দরে যাতে জাহাজগুলিকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে না হয়, তার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে।

এই অঞ্চলে বসবাসরত ভারতীয় সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার জন্য সরকার নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ভারতীয় দূতাবাসগুলি নাগরিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে। রাশিয়ার প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী ডেনিস মান্টুরোভ গতকাল ভারত সফরে রাশিয়া-ভারত আন্তঃসরকারি কমিশনের বৈঠকে পৌরোহিত্য করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছেন। সাক্ষাৎকালে দুই নেতা ব্যবসা-বাণিজ্য, সার, দু'দেশের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ সহ পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেছেন। গত বছর ডিসেম্বরে রুশ রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের ভারত সফরের সময় ২৩তম ভারত-রাশিয়া বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি কতটা কার্যকর হয়েছে, বৈঠকে সেই বিষয়গুলিও স্থান পেয়েছে। বিদেশ মন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর শ্রী মান্টুরোভ-এর সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, জ্বালানি, সার ও যোগাযোগ ব্যবস্থার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার বিষয়টিকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের দূতাবাসগুলি অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা এবং ডাক্তারির প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট সহ বিভিন্ন শিক্ষা পর্ষদের পরীক্ষা যাতে যথাযথভাবে নেওয়া যায়, সেই বিষয়টিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত ৬ লক্ষ ৪৯ হাজার যাত্রী বিমানে ভারতে এসেছেন। সংযুক্ত আরব আমিরশাহী থেকে নিয়ন্ত্রিতভাবে ভারতের উদ্দেশ্যে বিমান চালানো হচ্ছে। সৌদি আরব এবং ওমান থেকেও ভারতের বিভিন্ন বিমানবন্দরে উড়ান পরিষেবা চলছে। তবে কাতারের আকাশসীমা আংশিক খোলা হয়েছে। ভারতে ৮-১০টি কাতার এয়ারওয়েজের বিমান চলাচল করছে। তবে, কুয়েতের আকাশপথ সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। জাজিরা এয়ারওয়েজ সৌদি আরবের দামমাম বিমানবন্দর থেকে বাণিজ্যিক উড়ান চালাচ্ছে। তবে, বাহরিনের আকাশপথ সম্পূর্ণ বন্ধ। ইরানের আকাশপথ বন্ধ থাকায় যেসব ভারতীয় নাগরিক সে দেশ থেকে ভারতে ফিরতে চাইছেন, তাঁরা আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান হয়ে দেশে ফিরছেন। ভারতীয় দূতাবাস ও ইরান কর্তৃপক্ষের সহায়তায় ৮৬০ জন ছাত্রছাত্রী সহ ১,২৬৭ জন ভারতীয় নাগরিক দেশে ফিরেছেন। ইজরায়েলে বসবাসরত ভারতীয় নাগরিকরা মিশর ও জর্ডন হয়ে দেশে ফিরছেন। অন্যদিকে, ইরাকে বসবাসরত ভারতীয়রা সৌদি আরব ও জর্ডন হয়ে দেশে ফিরছেন।

(৩ পাতার পর)

নবান্ন প্যানেল পাঠালেও বদল হয়নি ভবানীপুরের রিটার্নিং অফিসার

যুবকল্যাণ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, মন্ত্রী শশী পাঁজা এবং ৬৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুদর্শনা মুখোপাধ্যায় নির্বাচন কমিশনের দফতরে গিয়ে এই দাবিতে একটি স্মারকলিপি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের হাতে তুলে দেন।

স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ২৪ মার্চ এই বিষয়ে প্রথম আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারকে তিন জন উপযুক্ত আধিকারিকের নাম-সহ একটি প্যানেল পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। রাজ্য সরকার সেই নির্দেশ মেনে দ্রুত প্যানেল পাঠালেও এখনও পর্যন্ত কোনও পরিবর্তন করা হয়নি। বর্তমান 'আরও' তাঁর পদে বহাল রয়েছেন, যা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল। অভিযোগে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের অতীত কর্মজীবন নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। পাশাপাশি, নাম না-করে বিজেপি নেতা শুভেন্দুর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার প্রসঙ্গ টানা হয়েছে।

ওই স্মারকলিপিতে দাবি করা হয়েছে, সুরজিৎ আগে নন্দীগ্রাম-২ ব্লকের বিডিও হিসাবে কর্মরত ছিলেন। বিরোধী দলের এক প্রার্থীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রমাণও রয়েছে বলে দাবি। সেই প্রার্থীই বর্তমানে ভবানীপুর কেন্দ্রে মমতার অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী। এই পরিস্থিতিতে তাঁর নিরপেক্ষতা নিয়ে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ তৈরি হওয়া 'স্বাভাবিক' বলেই দাবি তৃণমূলের। এ ছাড়াও, ওই আধিকারিকের বর্তমান পদমর্যাদা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। বলা হয়েছে, তিনি যে পদে রয়েছেন তা সাধারণত উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের জন্য নির্ধারিত। তুলনামূলক কম 'সিনিয়রিটি' থাকা সত্ত্বেও তাঁর এই পদে নিয়োগ পাওয়া নিয়েও সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে। নির্বাচনের আগে এই ধরনের নিয়োগকে 'অস্বাভাবিক' এবং 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলেও উল্লেখ করা হয়েছে স্মারকলিপিতে।

তৃণমূলের দাবি, রিটার্নিং অফিসারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মনোনয়ন গ্রহণ, যাচাই, ভোট পরিচালনা ও ফল ঘোষণা— সব ক্ষেত্রেই তাঁর সিদ্ধান্তের চূড়ান্ত প্রভাব। তাই তাঁর নিরপেক্ষতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন উঠলে তা গোটা নির্বাচনী প্রক্রিয়াকেই প্রভাবিত করতে পারে। সংবিধানের ৩২৪ অনুচ্ছেদ, জনপ্রতিনিধিত্ব আইন এবং আদর্শ আচরণবিধির উল্লেখ করে তৃণমূল জানিয়েছে, নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হল সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ আধিকারিক নিয়োগ করা। এই প্রেক্ষিতে তৃণমূল চার দফা দাবি জানিয়েছে— অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে অপসারণ, তাঁকে সমস্ত নির্বাচনী দায়িত্ব থেকে সরানো, তাঁর পরিবর্তে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও সিনিয়র আধিকারিক নিয়োগ এবং কেন এখনও পর্যন্ত পদক্ষেপ করা হয়নি তার লিখিত ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে।

সিনেমার খবর

৮ বছর পর আনুশকার পর্দায় ফেরার গুঞ্জন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মাঝে আট বছরের দীর্ঘ বিরতির পর খুব শিগগিরই হয়তো পর্দায় ফিরতে চলেছেন আনুশকা শর্মা। বলিউডে কান পাতলে নাকি এমনটিই শোনা যাচ্ছে। সেই সিনেমায় নাকি দেখা যেতে পারে দীপিকা পাড়ুকোনকে।

শোনা যাচ্ছে, দক্ষিণের নামী পরিচালক অ্যাটলির তেলুগু সিনেমার মাধ্যমে নাকি পর্দায় প্রত্যাবর্তন হবে অভিনেত্রীর। সব ঠিক থাকলে 'এএ২২X এ৬' সিনেমাতে দেখা যেতে পারে অভিনেত্রী। এমন কল্পবিজ্ঞান ঘরানার সিনেমাতে আগে কোনওদিন অভিনয় করেননি আনুশকা। প্রথমবার ছক ভাঙা কাজ করবেন তিনি। শুধু আনুশকাই নন।

শোনা যাচ্ছে, দীপিকা পাড়ুকোন, রাশমিকা মান্দানা, জাহ্নবী কাপুরের মতো প্রথম সারির অভিনেত্রীদের দেখা যাবে। রাশিমকাকে আবার দেখা যেতে পারে খলনায়িকার ভূমিকায়। এই প্রথম কোনও সিনেমায় এমন ভিন্ন রূপে ধরা দেবেন তিনি। এখন প্রশ্ন হল, অ্যাটলির এই সিনেমাতে নায়কের ভূমিকায় কি কোনও বলিউড অভিনেতাকে দেখা যাবে নাকি অন্য কেউ।

শোনা যাচ্ছে, এই সিনেমার পরতে পরতে চমক থাকবে। নায়ক নাকি দক্ষিণী তারকা আল্লু অর্জুন। এক নয়, একাধিক চরিত্রে দেখা যাবে তাকে। তবে সবটাই গুঞ্জন। এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে অ্যাটলি কিংবা আনুশকা-কারও পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বলে রাখা ভালো, ক্যারিয়ারের মধ্যগগনে বিরাট কোহলির সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন আনুশকা। বর্তমানে দুই সন্তানের বাবা-মা। তাদের সুখী দাম্পত্যের রসায়ন আজও সবাইকে অবাক করে। বর্তমানে লন্ডনে সংসার করছেন তারা।

আনুশকাকে শেষবার ২০১৮ সালে দেখা গিয়েছিল 'জিরো' সিনেমায়। শাহরুখ খানের সঙ্গে সিনেমাটিতে জুটি বেঁধেছিলেন তিনি। এটি বক্স অফিসে সেভাবে ব্যবসা করতে পারেনি। ২০২২ সালে ঝুলন গোস্বামীর বায়োপিক 'চাকদা এক্সপ্রেস'-এ কাজ করার কথা ছিল আনুশকার। সেই সিনেমার কাজ অসম্পূর্ণ।

গ্ল্যামারাস রূপে ধরা দিলেন মিমি চক্রবর্তী

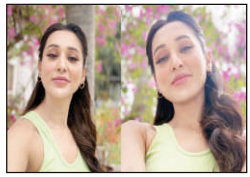

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টালিউড অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী নিজের অভিনয় দক্ষতা দিয়ে সিনেমাপ্রেমী দর্শকদের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন। অভিনয়ের পাশাপাশি সামাজিক মাধ্যমেও সরব উপস্থিতি রয়েছে তার। এবার গ্ল্যামারাস লুকে ভক্তদের মাঝে ধরা দিলেন অভিনেত্রী।

সামাজিক মাধ্যমে ক্লোজআপ ছবিতে হাসিমাখা মুখ দর্শকদের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে। স্বাভাবিক মেকআপ, খোলা চুল ও ছোট্ট গোলাকার কানের দুলে তার লুকটি হয়ে উঠেছে আরও দৃষ্টিনন্দন আকর্ষণীয়। সব মিলিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে মিশে থাকা ফটোশুটে এক অন্যরকম গ্ল্যামারাস রূপে ধরা দিলেন মিমি চক্রবর্তী।

অভিনেত্রীর সেই লুক সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশের পর থেকেই ভক্ত-অনুরাগীদের মাঝে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। নেটিজেনদের অনেকেই তার সৌন্দর্য ও স্টাইলের প্রশংসা করেছেন। অনেকেই বলছেন, সরলতার মধ্যেই মিমি চক্রবর্তীর এই লুক যেন আরও বেশি মুগ্ধতা ছড়িয়েছে।

পোস্ট করা ছবিগুলোতে দেখা গেছে, প্রকৃতির মাঝে ফুলে ঘেরা এক মনোরম পরিবেশে সময় কাটাচ্ছেন অভিনেত্রী। হালকা সবুজ রঙের স্লিভলেস টপের সঙ্গে সাদা রঙের প্যান্টে দেখা গেছে তাকে। সরল কিন্তু স্টাইলিশ এ সাজে তিনি যেন স্বাভাবিক সৌন্দর্যের এক অনন্য প্রকাশ ঘটিয়েছেন মিমি চক্রবর্তী।

হাতে ফুল ধরে চিন্তামগ্ন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন অভিনেত্রী। তার মুখের অভিব্যক্তিতে যেন মৃদু আবেগ আর শান্ত ভাব ফুটে উঠেছে। আবার আরেক ছবিতে তিনি মোবাইল ফোন হাতে সেলফি তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। চারপাশে ফুটে থাকা গোলাপি ফুল আর সবুজগাছপালা ছবির সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

হরর সিনেমায় অভিনয় করতে যাচ্ছেন অভিষেক বচ্চন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেতা অভিষেক বচ্চন ভৌতিক ঘরানার সিনেমায় অভিনয় করতে যাচ্ছেন । নির্মাতা সিদ্ধার্থ আনন্দের নতুন একটি প্রজেক্টে তাকে দেখা যাবে— এমনটাই শোনা গেছে।

সম্প্রতি গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, সিনেমার প্রাথমিক বিষয়গুলো নিয়ে ইতোমধ্যে নির্মাতার সঙ্গে অভিষেকের আলোচনাও হয়েছে। পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দ সেই সিনেমাটি পরিচালনার পাশাপাশি প্রযোজনার দায়িত্বেও থাকবেন। এটি শুধু ভৌতিক সিনেমা নয়, বরং এতে রহস্য ও রোমাঞ্চের সংমিশ্রণও থাকবে। বর্তমানে সিনেমাটির চিত্রনাট্য তৈরির কাজ চলছে। সব কিছু ঠিক থাকলে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাস থেকেই সিনেমাটির দৃশ্যধারণ শুরু হওয়ার কথা।

ক্যারিয়ারে বেশ ব্যস্ত সময় পার করছেন অভিষেক বচ্চন। সম্প্রতি বলি বাদশাহ শাহরুখ খানের 'কিং' সিনেমায় তার লুক নিয়ে দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়েছে, যেখানে তাকে নেতিবাচক চরিত্রে দেখা যাবে।

নতুন এই হরর প্রজেক্টেও নাকি একটি বাবা-মেয়ের সম্পর্কের সমীকরণ দেখা যাবে বলে একটি সূত্র জানিয়েছে। এর আগে 'আই ওয়ান্ট টু টক' সিনেমায় বাবা-মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করে প্রশংসায় ভাসছিলেন অমিতাভপুত্র। তবে নতুন এ সিনেমায় নির্মাতা তাকে বাণিজ্যিক ঘরানার মোড়কে সম্পূর্ণ নতুনভাবে পর্দায় উপস্থাপন করতে চলেছেন।

বলিউডের প্রেমের গুঞ্জন থেকে বর্তমানে ব্যক্তিগত জীবনে বিচ্ছেদের গুঞ্জন— অভিষেক বচ্চন সবসময়ই লাইমলাইটেই থাকেন। একসময় কারিশমা কাপুর কিংবা রানি মুখার্জির সঙ্গে তার নাম জড়ালেও শেষ পর্যন্ত মালা পরান সাবেক বিশ্বসুন্দরী অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনকে। বর্তমানে অভিনেতা 'কিং' সিনেমা নিয়েই ব্যস্ত আছেন।

ভয়ঙ্কর ব্যাটিং ব্যর্থতা, অরেঞ্জ আর্মির সামনে অসহায় আত্মসমর্পণ নাইটদের!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা : এর আগেও কলকাতায় খেলা হয়েছে। কেকেআর হেরেওছে। কিন্তু, অতি বড় নাইট সমর্থকও মনে করতে পারবেন না যে শেষ কবে নাইট ইনিংসের ১৩ ওভার চলাকালীন মাঠের দর্শকাসনের ৩০% জনগণ বাড়ি ফিরে গেছেন। কেকেআরের তখন ৮ উইকেটে পড়ে গিয়েছে। ধীরেধীরে মাঠ ছাড়তে শুরু করেছেন বাকি সমর্থকরা। ওদিকে ডিজে তখনও চিল্লিয়ে যাচ্ছেন,"আজকের ম্যাচে জিতবে কে ?" অতি বড় নাইট সমর্থকও গলায় জোর দিয়ে বলতে পারবেন না, "কেকেআর"। ১২০ রানে ৪ উইকেট থেকে যেভাবে ৪১ রানের মধ্যে ৬ উইকেট হারাল কেকেআর, একে অসহায় আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কিই বা বলা যায় ?

টসে জিতে হায়দরাবাদকে ব্যাট করতে পাঠান নাইট অধিনায়ক রাহানে। আজ রান পেলেন অভিষেক শর্মা। ২১ বলে ৪৮ করলেন অভিষেক। তাঁকে যোগ্য সঙ্গত দিলেন ট্রাভিস হেড। ২১ বলে ৪৬ করলেন হেড। আজ রান পেলেন না ঈশান (১৪)। একসময় ১১০/১ থেকে ১১৮/৪ হয়ে গিয়েছিল হায়দরাবাদ। আনুমানিক পঞ্চাশ হাজারি জনগণের ইডেন তখন যেন রক্তের স্বাদ পেয়েছে। সেখান থেকে ম্যাচের হাল ধরলেন হেনরিখ ক্লাসেন। নীতিশ রেড্ডিকে সঙ্গে নিয়ে দলকে বড় রানে পৌঁছে দিলেন ক্লাসেন। রেড্ডি করলেন ৩৯ রান। শেষ ওভারে আউট হওয়ার আগে নিজের হাফ সেঞ্চুরি পূরণ করলেন ক্লাসেন (৫২)। ৮ উইকেট হারিয়ে ২২৬ রান করল হায়দরাবাদ। ৪১ রান দিয়ে ৪ উইকেট পেলেন ব্লেসিং মুজারাবানি।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই আক্রমণের ঝড় তুলেছিলেন ফিন অ্যালেন। ডেভিড পেইনের প্রথম ওভারেই ওঠে ২৬ রান। তারপর থেকেই যেন ব্যর্থতা শুরু নাইটদের। অ্যালেন (২৮) জলদিই আউট হয়ে যান। তিনে নেমে অর্ধশতরান করলেন অঙ্গকৃষ রঘুবংশী (৫২)। নিজের ভুলে রান আউট হলেন গ্রিন (২)। নাইটদের হয়ে শেষ চেষ্টা করলেন রিঙ্কু সিং (৩৫)। এরপর থেকে যেন নাইট ইনিংসে শুধুই আঁধার! টানা ব্যর্থ নাইটদের মিডল অর্ডার। ১৬ ওভারেই ১৬১ রানে অল আউট হয়ে যায় কেকেআর। ২২৭ রান তাড়া করতে নেমে ৬৫ রানে হার নাইটদের। ২১ রান দিয়ে ৩ উইকেট পেলেন জয়দেব উনাদকট। ২টি করে উইকেট পেলেন ঈশান মালিঙ্গা ও নীতিশ রেড্ডি। প্রথম ইনিংসে বেগুনি টুপি পেলেন মুরাজাবানি। ম্যাচ শেষের পর তাঁর থেকে বেগুনি টুপি নিয়ে নিলেন উনাদকট।

আজ মাঠে ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ম্যাচের শেষে তাঁকে দেখা গেল হায়দরাবাদের ড্যানিয়েল ভেট্টোরির সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু আজ যেভাবে ভাল শুরু করেও ব্যাটিং ব্যর্থতায় ডুবল কেকেআর, এই ব্যাটিং নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠতে পারে। কেন সুনীল নারিনের আগে রমনদীপ সিং ? কেন একটু ধৈর্য্য সহকারে খেললেন না নাইটরা ? দুই ম্যাচের দুটিতেই হেরে প্রবল চাপে থাকবেন অধিনায়ক রাহানে। তাঁর নিজের ব্যাটেও যে রান নেই। নাহলে কলকাতায় ব্যর্থ হলে মালিক শাহরুখ খান যে বাদ দিতে কার্পণ্য করেন না, তা তো আজ মাঠে উপস্থিত একজন সবথেকে ভাল জানেন। কে ? কে আবার, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় !

২০ হাজার কোটি টাকায় বিক্রি হলো রাজস্থান রয়্যালস

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের প্রথম আসরের চ্যাম্পিয়ন দল রাজস্থান রয়্যালস বিক্রি হয়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ব্যবসায়ী কাল সোমানির নেতৃত্বাধীন একটি কনসোর্টিয়াম দলটির শতভাগ মালিকানা অধিগ্রহণ করেছে। এই চুক্তির আর্থিক মূল্য প্রায় ১৬৩ কোটি মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ২০ হাজার কোটি টাকারও বেশি।

গত বছর আইপিএল শেষ হওয়ার পরই বর্তমান মালিকপক্ষ দল বিক্রির সিদ্ধান্ত নেয় এবং সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়। একাধিক আগ্রহী পক্ষ থাকলেও শেষ পর্যন্ত সোমানির নেতৃত্বাধীন কনসোর্টিয়ামের সঙ্গেই চুক্তি চূড়ান্ত করা হয়।

এই কনসোর্টিয়ামে যুক্তরাষ্ট্রের আরও দুই প্রভাবশালী ব্যবসায়ী রব ওয়ালটন এবং হ্যাম্প পরিবার রয়েছে।

বর্তমানে রাজস্থান রয়্যালসের ৬৫ শতাংশ মালিকানা রয়েছে ইমার্জিং মিডিয়া স্পোর্টিং হোল্ডিংস লিমিটেডের কাছে, যার নেতৃত্বে আছেন মনোজ বাদালে। এছাড়া অংশীদার হিসেবে রয়েছে রেডবার্ড ক্যাপিটাল পার্টনার্স (১৫ শতাংশ) এবং ল্যাচলান মার্ডক (১৩ শতাংশ শেয়ার)।

এদিকে ব্ল্যাকস্টোনের একটি তহবিল আইপিএলে বিনিয়োগে আগ্রহ দেখিয়েছে বলে জানা গেছে। তারা সরাসরি কোনো দল কিনতে না চাইলেও রাজস্থান রয়্যালস অথবা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে বিনিয়োগের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছে।

যুদ্ধে স্থগিত হওয়া এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচ হবে জেদ্দায়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সামরিক সংঘাতের প্রভাবে স্থগিত হওয়া এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এলিটের চারটি ম্যাচের ভেন্যু পরিবর্তন করা হয়েছে। ম্যাচগুলো আগামী মাসে সৌদি আরবের জেদ্দায় এক লেগে অনুষ্ঠিত হবে।

এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (এএফসি) নতুন সূচি ঘোষণা করে এ তথ্য জানায়।

গত মাসের শেষ দিকে ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ হামলার পর পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এর জবাবে ইসরায়েল ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটিতে পাল্টা হামলা চালায় ইরান। দুই পক্ষের মধ্যে চলমান সংঘাতের কারণে টুর্নামেন্টের সূচিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে।

মূলত শেষ ষোলোর ম্যাচগুলো মার্চের প্রথম দুই সপ্তাহে কাতার, ইরান, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতে হোম ও অ্যাওয়ে ভিত্তিতে আয়োজনের কথা ছিল। তবে নিরাপত্তাজনিত কারণে সেগুলো স্থগিত করে এএফসি।

নতুন সূচি অনুযায়ী, শিরোপাধারী আল-আহলি মুখোমুখি হবে কাতারের আল-দুহাইলের। চারবারের চ্যাম্পিয়ন আল-হিলাল খেলবে আল-সাদের বিপক্ষে। এছাড়া আরব আমিরাতের শাবাব আল-আহলি খেলবে ইরানের ট্রাক্টর এফসির বিপক্ষে এবং আল-ওয়াহদা লড়বে সৌদি প্রো লিগ চ্যাম্পিয়ন আল-ইত্তিহাদের সঙ্গে।

আগামী ১৩ ও ১৪ এপ্রিল শেষ ষোলোর ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে। একই ভেন্যু জেদ্দায় ১৬ থেকে ২৫ এপ্রিল কোয়ার্টার-ফাইনাল, সেমি-ফাইনাল ও ফাইনাল আয়োজন করা হবে।

এদিকে, শেষ আটের ড্র আগামী বুধবার মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR